১৫০

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 JUL 1997 ...

পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ১ ...

৩টি জরাজীর্ণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিঘ্নিত

৩টি জরাজীর্ণ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। বৃষ্টির দিনে বিদ্যালয়গুলির ভিতরে পানি পড়ায় ক্লাশ ছুটি দেওয়া ছাড়া শিক্ষকদের উপায় থাকে না। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

বাগেরহাটঃ মোড়েলগঞ্জ থানার দৈবজ্ঞহাটী ইউনিয়নে উত্তর বলইবুনিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটির ছাদ চুয়াইয়া বিগত ১০ বৎসর যাবৎ বৃষ্টির পানি পড়ে। বৃষ্টির দিনে সমগ্র শ্রেণীকক্ষ পানিতে সয়লাব হইয়া যায়। বৃষ্টির পর সেখানে বসার অযোগ্য হইয়া পড়ায় শিক্ষকদের ছুটি দেওয়া ছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা নাই। ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাশ করা দুরূহ এবং তাহাদের লেখাপড়ায় 'মারাত্মক' বিঘ্ন হইতেছে। ছাদের প্লাষ্টার অনবরত ঝরিয়া পড়ে। পানিতে আসবাবপত্র বিনষ্ট হইতেছে।

এদিকে সদর থানার সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহের দেওয়ালে ফাটল এবং ছাউনীর টিনের চালে অসংখ্য 'ছিদ্র' থাকায় ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের বৃষ্টির সময় শ্রেণী কক্ষে ছাতা-মাথায় দিয়া বসিতে হয়। অতি বৃষ্টির সময় শিক্ষকগণ ক্লাশ ছুটি দিয়া দেন।

সাতক্ষীরাঃ তালা থানার বাগমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ১৯২৫ সালে নির্মাণের পর অদ্যাবধি কোন সংস্কার না করায় বিদ্যালয় ভবনটির অবস্থা জরাজীর্ণ, ছাদ যেকোন সময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে, বিদ্যালয়ের কোন ঘরের দরজা-জানালা নাই, বৃষ্টির সময় ছাদ দিয়া পানি পড়ে, ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি লইয়া ক্লাশ করে। তদুপরি দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য থাকায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। গত ২৬শে মে'র ঘূর্ণিঝড়ে সাতক্ষীরা কারিমা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবনটি বিধ্বস্ত হইয়াছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাশ করিতে পারিতেছে না, লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের ক্ষতির পরিমাণ দুই লক্ষাধিক টাকা।